দৈনিক সংবাদ

তারিখ 03 SEP 1993
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ...

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গত রোববার দেশব্যাপী 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচী উদ্বোধন করেছেন। ফেনী জেলার মির্জানগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিনি এই নতুন ও সম্ভাবনাময় কর্মসূচীটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন। গরিব পরিবারের ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণে সহায়তা দেয়াই এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য।

চলতি বছরে এই কর্মসূচীর অধীনে ১ লাখ ২৪ হাজার টন চাল বা গম বিতরণ করা হবে। সারাদেশের ৪,৬০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আনুমানিক ৭ লাখ শিক্ষার্থী এর আওতায় আসবে। এতে প্রায় ৫ লাখ পরিবার উপকৃত হবে। আপাতত দেশের প্রতি থানায় একটি করে ইউনিয়ন এই প্রকল্পের জন্য বেছে নেয়া হবে। তিনটি পার্বত্য জেলা ও চারটি মহানগরী এলাকাও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। এই কর্মসূচীর অধীনে প্রতিটি শিশু মাসে ১৫ কেজি চাল বা গম পাবে, যদি সে অন্তত ৮৫টি ক্লাসে উপস্থিত থাকে। কোন পরিবার একাধিক শিশু বিদ্যালয়ে পাঠালে পাবে ৩০ কেজি চাল বা গম।

প্রাথমিক শিক্ষা চলতি বছর থেকে বাধ্যতামূলক করা হলেও এ ক্ষেত্রে অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক নয়। স্কুলবয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে আগে ভর্তি হতো শতকরা ৭০ ভাগ। গত বছর বাছাই করা কতগুলো এলাকায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হলে সেসব জায়গায় ভর্তির হার শতকরা ৯০ ভাগে উন্নীত হয়। এবার সারাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পর সে হার শতকরা ৮০ ভাগে নেমে এসেছে। এই শতকরা ৮০ ভাগের হিসাবও কতটুকু নির্ভরযোগ্য সে সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ আছে। তার ওপর স্কুল থেকে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের হারও উদ্বেগজনক রকম উঁচু। ফলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা নামেই বাধ্যতামূলক থেকে যাচ্ছে, বাস্তবে পরিস্থিতির তেমন কোন উন্নতি হচ্ছে না। গরিব পরিবারগুলো যেন ছেলেমেয়েদের কাজে না পাঠিয়ে বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারে সেজন্যই শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী প্রবর্তন।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার উদ্যমে যেন ঘাটতি না পড়ে এবং আগামী শিক্ষাবর্ষের শুরুতে ভর্তির হার অন্তত শতকরা ৯০ ভাগে উন্নীত ও স্কুলছুটের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করা যায় সেজন্য শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীকে দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। আমরা যদ্দূর জানি প্রতি থানায় একটি করে ইউনিয়ন বাছাইয়ের কাজ এখনও চূড়ান্ত হয়নি। কবে নাগাদ বরাদ্দকৃত চাল-গম নির্বাচিত পরিবারগুলোর কাছে পৌঁছানো সম্ভব হবে সে সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে পারছেন না। আমাদের দেশে যে কোন কর্মসূচী উদ্বোধন ও পুরোদস্তুর চালুর মধ্যে সময়ের দীর্ঘ ব্যবধান ঘটে। এ ক্ষেত্রে এই ব্যবধান কতটা কমানো যায় তার ওপর নির্ভর করছে শুধু এই কর্মসূচীর নয়, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীরও সফলতা। দ্বিতীয়ত এই কর্মসূচীটি আপাতত সীমিত পরিসরে চালু করা হচ্ছে সম্ভবত পরীক্ষামূলকভাবে। এর নিখুঁত বাস্তবায়ন ও লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সারাদেশের প্রতিটি ইউনিয়নে সম্প্রসারণের জন্য এখন থেকেই কোমর বেঁধে লাগতে হবে। দু'হাজার সালের মধ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা'র অঙ্গীকার বাস্তবায়িত করতে হলে আমাদের হাতে সময় খুব বেশি নেই। তৃতীয়ত প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং ওই কর্মসূচীর চাল-গম নিয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। সমাজের সর্বস্তরে দুর্নীতির যে অপসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও ভিজিডি প্রকল্পের চাল-গম নিয়ে যে ব্যাপক দুর্নীতির খবর পাওয়া যায়, তাতে শুধু সতর্কবাণী উচ্চারণ করে কাজ হবে বলে আশা করা কঠিন। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পের চাল-গম যাতে যথাযথভাবে ও নির্দিষ্ট পরিমাণে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে তার জন্য দুর্নীতিমুক্ত বিতরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার। 'সরকার কা মাল, দরিয়া মে ঢাল'— গোছের মনোভাব যে কোন স্তরে থাকলেই এই প্রকল্পের সৎ উদ্দেশ্য ভেস্তে যাওয়ার আশঙ্কা।